112113 - উপর্যুপরি কবিরা গুনাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা মারা গলেে তাদরে শষে পরণিতি

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলার বাণী: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদরে প্রত্যকেকে একশত বত্রোঘাত করব”, এবং আল্লাহ্ তাআলার বাণী: ‘আর যারা সচ্চরত্রিা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ কর, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নয়িে না আস, তাদরেকে তোমরা আশটিি বত্রোঘাত কর।” এবং আল্লাহ্ তাআলার বাণী: ‘আর পুরুষ চোর ও নারী চোর— তাদরে উভয়রে হাত কটেে দাও; তাদরে কৃতকর্মরে ফল ও আল্লাহর পক্ষ থকেে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হসিবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” এরা যারা এ ধরণরে কবিরা গুনাতে লিপ্ত হয় এবং তাদরে উপর শরয়ি শাস্তি কায়মে করার মত কউে না থাকে এবং তারা তাওবা না করে মারা যায়; তাহলে কয়িামতরে দনি তাদরে হুকুম কি হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

“আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতরে আকদিা হলো: মুসলমানদরে মধ্যে কউে যদি ব্যভিচার, অপবাদ-আরোপ, চুরি ইত্যাদরি মত কবিরা গুনাতে উপর্যুপরি লিপ্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন থাকব। তনিি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দবিনে। আর তনিি চাইলে তাকে উপর্যুপরি লিপ্ত কবিরা গুনাহটরি জন্য শাস্তি দবিনে। তবে তার শষে পরণিতি হবে জান্নাত। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘নশ্চিয় আল্লাহ্ শরি্করে গুনাহ ক্ষমা করবনে না; এর চয়েে লঘু গুনাহ তনিি যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবনে।’[সূরা নসিা, আয়াত: ৪৮]

এবং এই মর্মে সহহি ও মুতাওয়াতরি হাদসিগুলোর কারণ; যে হাদসিগুলো প্রমাণ করে য, গুনাহগার ঈমানদারদরেকে জাহান্নাম থকেে বরে করা হব। উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর হাদসিে এসছে: ‘আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে ছলিাম। তখন তনিি বললনে: তোমরা কি আমার হাতে এই মর্মে বাইআত (অঙ্গীকার) করবে না য, তোমরা আল্লাহ্র সাথে শরি্ক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না...?! তোমাদরে মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করবে সে আল্লাহ্র কাছে এর প্রতদিান পাব। আর যে ব্যক্তি এর কোনটতিে লিপ্ত হবে এবং তাকে এর দণ্ড দওেয়া হবে তাহলে এই দণ্ড তার জন্য প্রতকিার হয়ে যাব। আর যে ব্যক্তি এর কোনটতিে লিপ্ত হয়ছে; কন্তিু আল্লাহ্ তার বষিয়টি গোপন রখেছেনে; তার সদ্ধিান্ত আল্লাহ্র কাছ। তনিি চাইলে তাকে শাস্তি দতিে পারনে এবং চাইলে তাকে ক্ষমা করে দতিে পারনে।”

আল্লাহই উত্তম তাওফকিদাতা, আমাদরে নবী মুহাম্মদরে প্রতি, তাঁর পরবিার-পরজিন ও সাহাবীবর্গরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত

ও শান্তি বর্ষিত হোক।[সমাপ্ত]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন কুয়ুদ।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (১/৭২৮)]